শ্রীলোকনাথ চিত্রমের নিবেদন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত

কাল তুমি আলেয়া

চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রাঃ) লিমিটেড পরিবেশিত

শ্রীলোকনাথ চিত্রমের নিবেদন

কাল তুমি আলেয়া

প্রযোজনা : **দেবেশ ঘোষ**

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ পরিচালনা : শচীন মুখার্জী সঙ্গীত : উত্তমকুমার ॥ সহযোগী-পরিচালনা : স্বদেশ সরকার ॥ আলোকচিত্র-পরিচালনা : কানাই দে ॥ শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত, অতুল চ্যাটার্জী, ইন্দু অধিকারী ও সৌমেন চ্যাটার্জি ॥ শিল্পনির্দেশক : কার্ত্তিক বসু ॥ চিত্রশিল্পী : শক্তি ব্যানার্জী প্রধান-সম্পাদক : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ॥ সম্পাদক : রবীন সেন ॥ রূপসজ্জা : বসির আহমেদ ॥ সাজসজ্জা : দাশরথি দাস ॥ ব্যবস্থাপক : বাসু ব্যানার্জী ॥ গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আশা ভোঁসলে ॥ সঙ্গীত-গ্রহণে : বি-এন শর্ম্মা, মিণ্টু কাতরাক ॥ আবহসঙ্গীত ও শব্দ-পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারী আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ॥ আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, প্রভাস ভট্টাচার্য্য, শম্ভু ব্যানার্জি, হেমন্ত কুমার ॥ পটশিল্পে : নবকুমার ও বলরাম ॥ চরিত্রলিখনে : জিত ষ্টুডিও ॥ প্রচার ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি।

রূপায়ণে : **উত্তম * সুপ্রিয়া * সাবিত্রী**

দীপ্তি রায়, সুমিতা সাণ্যাল, নিলীমা দাস, শিখা ভট্টাচার্য্য, মীরা চক্রবর্ত্তী, কঙ্কণা কমল মিত্র, অজয় গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, শৈলেন মুখার্জী, শেখর চ্যাটার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, প্রেমাংশু বসু, বুবু গাঙ্গুলী, রথীন ঘোষ, শৈলেন গাঙ্গুলী, অশোক চ্যাটার্জী, পরিতোষ চৌধুরী, হাসি, নিমাই দত্ত, শক্তিপদ, প্রবীর, চিত্ত, সনাতন, উজ্জ্বল, দীপক প্রভৃতি।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : বিবেক রায়, কৌশিক চ্যাটার্জি ॥ সঙ্গীত : শৈলেশ রায় ॥ চিত্রগ্রহণ : পান্ত নাগ ॥ শিল্প-নির্দেশ : রবি দত্ত ॥ সম্পাদনা : চিত্ত দাস ॥ শব্দগ্রহণ : ঋষি ব্যানার্জী, রবীন ঘোষ, জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলানাথ সরকার, এডেল মুলার, রবীন সেন গুপ্ত ॥ রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার :

শ্রীমতী কানন দেবী, দে'জ মেডিক্যাল (ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রাঃ লিঃ-এর কর্মীবৃন্দ। সর্বশ্রী : ভূপেন দে, ধীরেন দে, অমিতাভ রায়, রামানুজ রায়, জগমোহন ডালমিয়া ডাঃ শঙ্কর চৌধুরী, শিবনারায়ণ রায়, বঙ্গশ্রী বস্ত্রালয়, প্যাটেল ইণ্ডিয়া, বোম্বে ফটো ষ্টোস প্রাঃ লিঃ। ব্যানার্জী এণ্ড কোম্পানী। মেডিক্যাল হোম। হোমিও মেডিক্যাল জি. এন. সিং এণ্ড কোং। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ভবন। জি. এস. ব্রাদার্স

চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ পরিবেশিত

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।

হে মহাকাল তুমি ছলনাময়ী! কাল-তুমি আলেয়া।

কলকাতার পথে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন চারুদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চারুদি ছাড়ল না। বাড়ী নিয়ে গেল, চা খাওয়াল। চারুদির জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে বলতে হল, মা মারা গেছে। এম-এ পাস করে কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটি কবরেজী ওষুধের দোকানে বিজ্ঞাপন লিখি।

ছোট বেলার স্মৃতি মন্থনে চারুদির বিরাট বাড়ীর সুসজ্জিত বেড্-রুমটি মুখরিত হয়ে উঠল। বাড়ি ফিরে এসে ভাঙা তক্তপোষের ওপর শুয়ে ধীরাপদর পিছনের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। গ্রামেই পাশাপাশি বাড়িতে থাকত চারুদি বয়সে আট বছরের বড়, অপূর্ব্ব সুন্দরী। সেই ছোটবেলায় জেদ ধরেছিল ধীরাপদ, চারুদিকে বিয়ে করব। এই নিয়ে হাসতো সকলে, চারুদিও হাসত। আজ সেই সব কথা মনে করে হাসি পাচ্ছে ধীরাপদর।

কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে আবার দেখা হ'ল চারুদির সঙ্গে। বিরাট ড্রইংরুমে পিয়ানো বাজাচ্ছে চারুদি। একটু দূরে বসে ভারী চেহারার এক ভদ্রলোক। মুখে পাইপ, চোখে চশমা। চারুদির ওখানে আর যাবনা, এই ঠিক করেছিল ধীরাপদ।

কিন্তু দু'দিন পরে আসতে হয়েছিল। অর্থের অভাবে প্রাণের বন্ধু রমুকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা যাচ্ছিল না। তার টি-বি হয়েছিল। চারুদির কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিল। চারুদির সঙ্গে দেখা হয়নি। ও ঠিকানা থেকে সে উঠে গিয়েছিল।

রমুর মৃত্যুর পর তার দাদা-বউদি গণুদা আর সোনা বউদিকে সুলতানকুঠিতে ঘর ঠিক করে দিয়েছিলাম। আজ তারা আত্মীয়ের চেয়েও বড়। তাদের আট বছরের মেয়ে উমা ধীরাপদ-র আদর ও স্নেহের সবটুকু কেড়ে নিয়েছিল।

এই সুলতান কুঠির জীবনের ধারা বিশ্রী ক্লান্তিকর—ভট্টাচার্য্য মশায়ের কাশির শব্দে ঘুম ভাঙে প্রতিদিন, একাদশী শিকদারের খবরের কাগজে নিরুদ্দিষ্ট কলম পড়বার আকুল উৎকণ্ঠা, রমনী পণ্ডিতের তত্ত্ব কথা আর কান ভাঙানি মন্ত্র তারই মাঝে এক ঝলক আলোর মত সোনা বউদির ঠাট্টা, কৃত্রিম রাগ আর উমার ছোট্ট নরম দু'টি কচি হাতের বন্ধন।

চারুদির সঙ্গে এবার দেখা হওয়ার পর তিনি ধীরাপদর একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর চিঠি হাতে মিত্রলজে গিয়ে অবাক হ'ল ধীরাপদ। অনেকদিন পরে দেখলেও ব্যবসার মালিক হিমাংশু মিত্রকে চিনে নিতে ভুল হয়নি—চারুদি এঁকেই একদিন পিয়ানো বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন।

কত টাকা মাইনে কী পোষ্ট জানা নেই অথচ ধীরাপদ কাজ পেল মেডিক্যাল হোমে। সেখানকার লোকও জানেনা কোন পোষ্টে সে এল। সুতরাং একমাস সকলের অবহেলার পাত্র হয়ে থাকবার পর যখন জানা গেল তার মাইনে সাতশ টাকা, পোষ্ট জেনারেল সুপারভাইজারের তখন সকলে খুব লজ্জিত বোধ করল বিশেষ করে সেখানকার সান্ধকর্ত্রী লাবণ্য সরকার। মেডিক্যাল হোমে একজনকে খুব ভাল লাগল। দেড়শ টাকা মাইনে পায় কিন্তু সর্ব সময় মনে উচ্চাশা—সে ব্যবসা করবে। লোকটির নাম রমেন।

কিছুদিন পরে ধীরাপদ চলে এল ফ্যাক্টরীতে। সকলের প্রিয় উঠতে লাগল সে। হিমাংশু মিত্র, চারুদি, অমিতাভ ও কিছুটা লাবণ্য সরকারও হয়ে উঠল প্রসন্ন। শুধু হিমাংশু মিত্রের ছেলে সিতাংশু মিত্র তাকে এড়িয়ে চলতেন। এই লোকটা যে হিমাংশু মিত্রের এত নির্ভরযোগ্য ও অমিতাভ-র সুহৃদ হয়ে উঠছে তা তিনি পছন্দ করতেন না, চারুদির স্নেহ-ভাজন হওয়াতে তিনি বিব্রত হয়ে উঠতেন ও সর্বশেষে লাবণ্য সরকারের রাগ অনুরাগের পাত্র হওয়াতে তিনি রেগে গিয়েছিলেন।

মিঃ এইচ মিত্র ইউ-কে গিয়েছিলেন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে। ধীরাপদর ওপর অনেকখানি ক্ষমতা দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সিতাংশু মিত্র গোলযোগ বাধাল। কোম্পানীর প্রচুর লাভ থাকা সত্ত্বেও কর্মীদের বোনাস দিতে রাজী হ'লেন না। অধিক মুনাফার লোভে নানারকম জালজুয়াচুরী এবং ভেজাল ওষুধ তৈরী করলেন। অমিতাভর বিরাট একটি স্কিম এককথায় নস্যাৎ করে দিলেন। আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে বিন্দু মাত্র দ্বিধা না করে মিঃ হিমাংশু মিত্রের অনুপস্থিতকাল পর্য্যন্ত চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল ধীরাপদ।

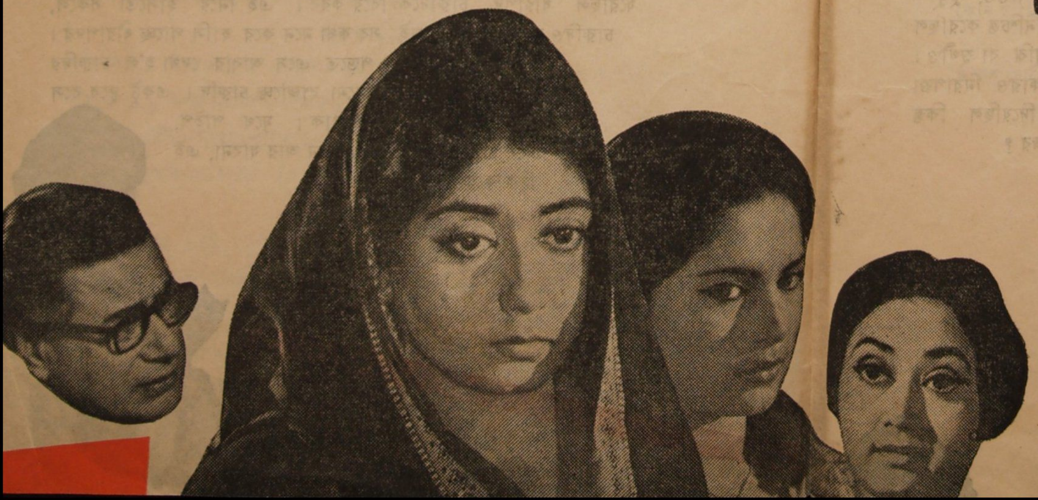

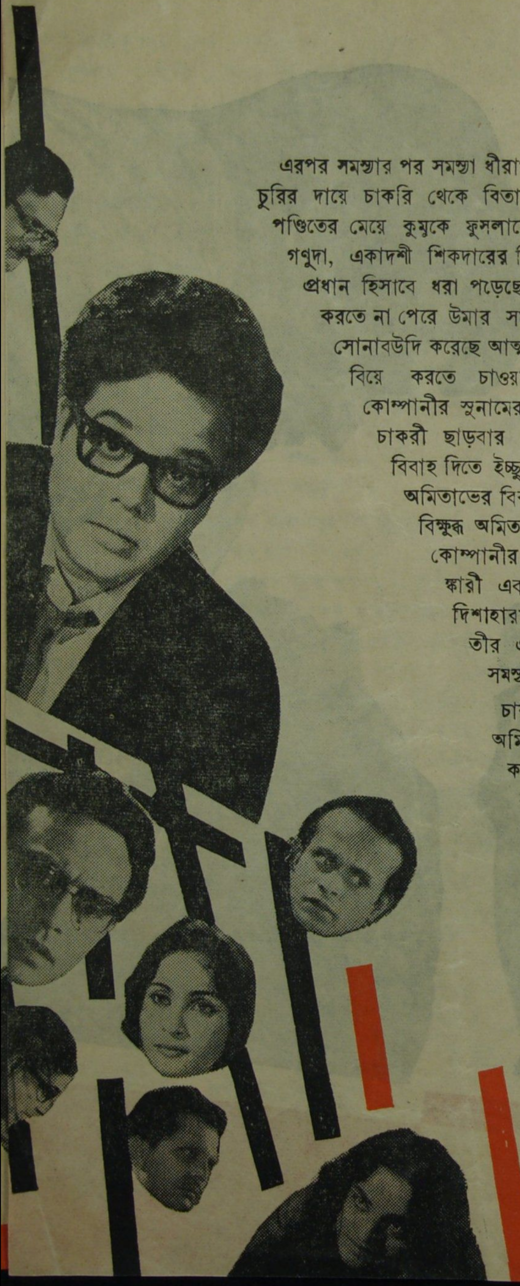

এরপর সমস্যার পর সমস্যা ধীরাপদকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। চুরির দায়ে চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়েছে রমেন। রমণী পণ্ডিতের মেয়ে কুমুকে ফুসলানোর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে গণুদা, একাদশী শিকদারের নিরুদিষ্ট পুত্র এই ষড়যন্ত্রের প্রধান হিসাবে ধরা পড়েছে। স্বামীর অধঃপতন সহ্য করতে না পেরে উমার সমস্ত ভার আমার ওপর দিয়ে সোনাবউদি করেছে আত্মহত্যা। সিতাংশুর লাবণ্যকে বিয়ে করতে চাওয়া, তার বাবার আপত্তি, কোম্পানীর সুনামের দিকে লক্ষ্য রেখে লাবণ্যর চাকরী ছাড়বার প্রচেষ্টা, অমিতাভ পার্ব্বতীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক চারুদির ক্ষুব্ধতা, লাবণ্য অমিতাভের বিবাহ দিতে মিঃ মিত্রের চেষ্টা, বিক্ষুব্ধ অমিতাভর 'সপ্তাহের খবর' কাগজে কোম্পানীর নামে নানান কেচ্ছা কেলেঙ্কারী এবং দুর্নীতির কথা ছাপানো, দিশাহারা সিতাংশু, অন্তঃসত্ত্বা পার্ব্বতীর প্রস্তর-স্তব্ধতা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যারমাঝে ধীরাপদ একাকী।

চারুদি, হিমাংশু মিত্র, সিতাংশু অমিতাভ, পার্ব্বতী, রমেন, কাঞ্চন রমণী পণ্ডিত, কুমু— সকলকেই নিশ্চিন্ত করেছিল ধীরাপদ, বুঝি বা সুখীও। কারও কারও নিরাপত্তা এনে দিয়েছিল কিন্তু নিজের?

সংগীত

(১)

আহা, পাতা কেটে চুল বেঁধে কে
টায়রা পরেছে
কেগো, খোঁপার পাশে পাশ-চিরুণী
বাহার করেছে ।।
কাচ-পোকা টীপ কার কপালে
মানায় ভালো আজ
দোদুল দোলে রূপোর নোলক
কীসের এত সাজ
ঠোঁটের কোণে কার হাসি আজ
উপ্ ছে পড়েছে !
আর্সি-দেওয়া গালার চুড়ি
দেখার লোভে কার
বাতির আলো ঝিলিক্ দিয়ে
পালায় বারে বার
আলগোছে কোন্ বাতাসে তার
ঘোমটা সরেছে
আসবে কে আজ কোন চিঠিতে
খবর এলো তার
কোন রাঙা বৌ পাবে নতুন
মটর দানা হার
কাজল চোখে সেই নেশাতে
আবীর ধরেছে !!

(২)

আমার মনের মানুষ ফিরলো ঘরে
একটু বেশী রাতে
লাজুক লতার ফুলের মধু
ঝরলো আঙিনাতে
ঘুমের নেশা ছিল চোখে
রঙের নেশা লাগালো কে
রূপের নেশা ধরলো বুঝি
বেহুঁস আঁখি পাতে !
আমি, ভেবেছিলাম মনের কথা
গোপন করেছি
দেখি, তোমার চোখের এক-চাওয়াতেই
আমি মরেছি,
এলে যখন এসো কাছে
অনেক কথা বলার আছে
ভালোবাসার মালাটি আর
বইবো কেন হাতে !!

(৩)

যাই চলে যাই, আমারে খুঁজনা তুমি
বন্ধু বুঝনা ভুল কাল সে আলেয়া শুধু
আমি সে আলোর ঝরা ফুল।
যেটুকু সুরভি ছিল, হৃদয় সবি'ত দিল
এবার খুঁজবে কাঁটা, তাই ছেড়ে যাই কূল
আমি যাই চলে যাই, যাই চলে যাই।
বিধাতার কাছে আমি, জানিনাত কি চেয়েছি
হিসাব রাখিনি কিছু কতটুকু কি পেয়েছি
শেষের লগনে তাই কিছু ক্ষমা আমি চাই
প্রদীপের পিছনেতে ছিনু ছায়া সমতুল
আমি যাই চলে যাই, যাই চলে যাই।

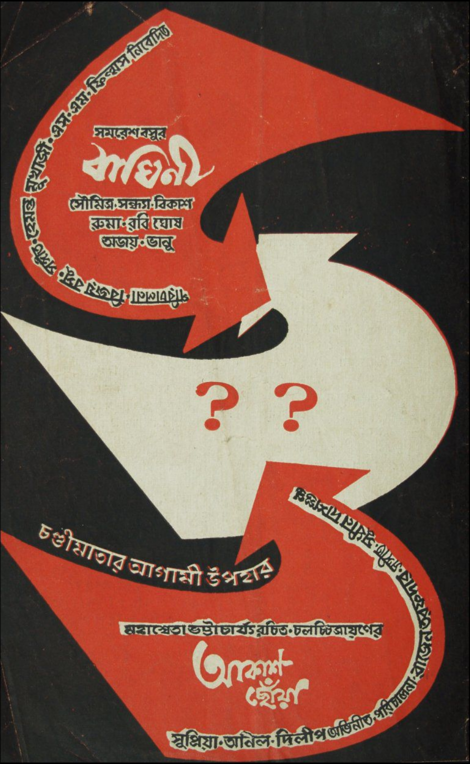
এস·এম·ফিল্মস নিবেদিত
সমরেশ বসুর
বাঘিনী
সৌমিত্র·সন্ধ্যা·বিকাশ
রুমা·রবি ঘোষ
অজয়·ভানু
? ?
চণ্ডীমাতার আগামী উপহার
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য রচিত·চলচ্চিত্রায়ণের
আকাশ ছোঁয়া
সুপ্রিয়া·আনিল·দিলীপ অভিনীত·পরিচালনা·